গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার
(Abstract)

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার সারসংক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি। বাংলা সাহিত্যে নাট্যচর্চার ধরায় অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যকার, নট, নাট্যশালা, নাট্যামোদী দর্শক প্রতি প্রত্যেকের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে থেকেই প্রথম নাট্যাভিনয় চর্চা শুরু হয়েছিল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সদর শহরে এবং তার ধারা বেয়ে ঠাকুর গাঁ, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে। জেলায় স্থায়ীমঞ্চ নির্মাণের পূর্বে ও বিভিন্ন গ্রামে অথবা জমিদার বাড়িতে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করেও শুরু হয়েছিল নাট্যাভিনয়চর্চা। তদানীন্তন পরাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই সাধারণ মানুষের অশিক্ষা, দারিদ্রতা, অসহায়তা নানারূপে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই উত্তরবঙ্গের এই জেলায় নাট্যচর্চার পরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল। যদিও তা ইংরেজ কর্মচারী অধিকারিক ও তদানীন্তন জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর হাত ধরেই এই নাট্যচর্চার শুরু ও দেখার উৎসাহ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও তা প্রথমত সামাজিক নানা উৎসব অনুষ্ঠান, দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে এই সংস্কৃতি বা নাট্যচর্চার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এই নাটক রচনার পূর্বেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় পৌরাণিক যাত্রাপালা যেমন কৃষ্ণযাত্রা, চৈতন্যলীলা, সাবিত্রী সত্যবান পালা, প্রহ্লাদ চরিত্র প্রভৃতি যাত্রাপালা দেখার উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের উৎসাহ, চাহিদা, অবসর বিনোদন, তৎসহ, তাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের জীবন যন্ত্রণার কথা তথা তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের প্রয়োজনে মানুষের জীবন সংগ্রামের যথার্থ চিত্র ও দিক এই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এছাড়া তৎকালীন সমাজের নানা কুসংস্কার, সমাজের ক্ষুদ্রতা, দারিদ্রতা সাধারণ মানুষের দুর্ভিক্ষ, অশিক্ষা, পরাধীন ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণীর নানা অত্যাচারের চিত্র-জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীরও আধিকারিকদের শোষণ বঞ্চনা ও অত্যাচারের নানাচিত্র এই নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। কৃষি নির্ভর এই দিনাজপুর জেলার বসবাসকারী অধিবাসীদের জীবনযাত্রার কথা এই নাট্যকারদের রচিত নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

এই জেলার সদর শহর বালুরঘাটে নাট্যচর্চার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা। এই শতাব্দী প্রাচীন প্রেক্ষাগৃহটি ১৯০৯খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার সুতিকাগৃহ। এছাড়া পরবর্তীকালে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিনাজপুর-এ 'রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট' নামে একটি স্থায়ী মঞ্চ নির্মিত হয়। এই স্থায়ী মঞ্চ স্থাপনের ফলেই নাট্যচর্চা-লোকসাধারণের মধ্যে যেমন বিনোদনের উৎস হয়ে উঠেছিল তেমনি নাট্যকারগণ তাদের নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ ও দেশের নানা কুসংস্কার ব্যক্তি অধিকার তাদের সুখ-দুঃখ, দারিদ্রতা ও নানা বঞ্চনার চিত্র-তারা নাট্যরচনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছিলেন।

এই জেলাদ্বয়ের নাট্যকারদের রচিত নাটকে আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ ব্যবস্থা করে চরিত্রগুলিকে জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং বিষয়বস্তু বাস্তবোচিত হয়ে সমাজের বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করে আজও দর্শক ও পাঠককে মুগ্ধ করে চলেছে। দিনাজপুর জেলায় থিয়েটার প্রচলনের শুরুতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রের গূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয়েছে আবার পরবর্তীতে সামাজিক শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে জেলার মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশাময় বিষাদময়তা ও অভাব অনটনে কিভাবে মানুষগুলি নিষ্পেষিত হয়েছে। আবার কখন করুণ দুঃখ দ্রারিদ্রের তাড়নায় সংসার জীবনের স্বাভাবিক সুখ স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আবার কখনও জোতদার-জমিদার শ্রেণীর শোষণের জাতাকলে পড়ে অসমবিদারক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। সেই সব চরিত্রগুলির বাস্তব চিত্র সামাজিক নাটকগুলিতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

এরপর এ জেলাদ্বয়ের নাট্যকারদের রচিত নাটকগুলি শিল্পগুণবা সাহিত্যমূল্য কতটা, সে বিচারে উপনীত হয়ে দেখেছি যে, মফস্বল কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে এতদ্ঞ্চলের নাট্যকারদের অধিকাংশ নাটকই শিল্পগুণে অর্থ নাট্যগুণে সমৃদ্ধ নাটক যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং স্বাভাবিকভাবে এই উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অতীত ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার সূত্র ধরে ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মধ্যবিত্ত নাট্যমোদী শিল্পীগণের উদ্যোগে ও সক্রিয় তৎপরতার মধ্য দিয়ে এই জেলাদ্বয়ে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ও স্বাধীনোত্তর পর্বে অনেক নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে এবং সেই সব নাট্যসংস্থাকে কেন্দ্র করে সুদক্ষ নাট্যাভিনেতা ও নাট্য নির্দেশক ও পরিচালক এবং নাট্যকার এর আবির্ভাব ঘটে, যারা উত্তরবঙ্গ সহ সমগ্র বাংলা জুড়ে তাদের নাট্যকৃতির মধ্য দিয়ে জেলার নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন ও বাংলাব্যাপী স্বীকৃতি ও পরিচিতি লাভ করে আজও স্বমহিমায় বিরাজমান।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : বাংলা নাটকের প্রবহমান ধারায় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার অবস্থান

দ্বিতীয় অধ্যায় : উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

তৃতীয় অধ্যায় : উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে বিষয়বস্তুর বর্ণনা ও শ্রেণিবিন্যাস

চতুর্থ অধ্যায় : উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার

পঞ্চম অধ্যায় : উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে চরিত্র চিত্রণ

ষষ্ঠ অধ্যায় : উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে শিল্পমূল্য বিচার

সপ্তম অধ্যায় : উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যমঞ্চ ও নাট্যব্যক্তিত্ব

উপসংহার

প্রথম অধ্যায়
বাংলা নাটকের প্রবহমান ধারায় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার অবস্থান

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, গিরীশ পর্বে (১৮৯০-১৯২০ খ্রি:) অবিভক্ত বাংলার যে কয়েকটি জেলায় প্রথম নাট্যাভিনয়ের চর্চা শুরু হয়েছিল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা তার মধ্যে অন্যতম। গিরীশ পর্বের সমাপ্তিতে শুরু হয়ে শিশির ভাদুড়ীর পর্ব (১৯২১-১৯৬০ খ্রি:)। এই পর্বে এসে দিনাজপুর ভূ-ভাগের অন্যান্য স্থানগুলিতে বিশেষ করে ঠাকুরগাঁ, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নাট্যচর্চা শুরু হয়। এছাড়াও জেলায় স্থায়ীমঞ্চ নির্মাণের পূর্বেও বিভিন্ন গ্রামে অথবা জমিদার বাড়িতে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে শুরু হয়েছিল নাট্যাভিনয় চর্চা।

উত্তরও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার পরিমণ্ডলে ইতিহাস চারণার সারণী বেয়ে যে নামটি সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, সেটি বালুরঘাট। সদর মহকুমা শহর বালুরঘাটে নাট্যচর্চার ইতিহাসে প্রথমে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির'-এর নাম। এই শতাব্দী প্রাচীন প্রেক্ষাগৃহটি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নাট্যমন্দির ছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার সূতিকাগৃহ। পরবর্তীকালে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিনাজপুরে 'রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট' নামে একটি স্থায়ীমঞ্চ নির্মিত হয়। এরপর উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে নাট্যচর্চার উদ্দেশ্যে উদ্ভূত হয় বিভিন্ন নাট্যসংস্থা ও স্থায়ীমঞ্চ। এর ফলে জেলার নাট্যচর্চার প্রবহমান ধারা গতিশীল হয়ে ওঠে। এই অধ্যায়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার প্রবহমান ধারার অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

তৎকালীন সমাজে শেণী বিন্যাসের মধ্যে শোষক ও শোষিত সমাজের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও অধিকার প্রতিষ্ঠার যে লড়াই ও সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এবং সেই সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার প্রয়াস করেছি। তৎকালে জমিদারী সমাজ ব্যবস্থায় জোতদার ও ভাগচাষীদের মধ্যে অধিকার রক্ষার লাড়াই স্বরূপ 'মন্ত্রশক্তি' রচনার মধ্য দিয়ে তেভাগা আন্দোলনের মূল সত্যটি সর্বসমক্ষে উঠে এসেছিল। পরবর্তীতে গরীব কৃষকরা তাতে লাভবান হয়েছে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আদিয়ার বা ভাগচাষীদের এই আন্দোনের ইতিহাস কৃষিজীবি সমাজে তাদের অধিকার রক্ষার হাতিয়ার হয়ে চিরস্থায়ী সমাজে সফলতা প্রদান করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেলার নাটকে আর্থ-সামাজিক

প্রেক্ষাপট নিয়ে বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে বিষয়বস্তুর বর্ণনা ও শ্রেণিবিন্যাস

তৃতীয় অধ্যায়ে- অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার বিষয়বস্তুর বর্ণনা ও তার শ্রেণী বিন্যাসধারা আলোকপাত করা হয়েছে। নাট্যকারগণ তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন বিষয়কে লক্ষ করে নাটক রচনা করেছেন। সানাই নাটকে নাট্যকার বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কর্মব্যস্থতার যুগে-পিতামাতার স্নেহ থেকে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা তাদের শৈশবকে হারিয়ে ফেলছে, তারা যন্ত্র চালিত হওয়ার ফলে তাদের সুপ্ত সুকুমার সুবৃত্তিগুলির বিকাশ করতে পারছে না, তারা মানুষ হতে গিয়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যান্ত্রিক মানুষে পরিণত হচ্ছে। তারা তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছে। পরিবর্তনশীল সমাজে এই বিবর্তন সমাজে সুফল আনার চাইতে কুফলই প্রবেশ করছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের ইঙ্গতসূত্র নাট্যকার এই নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও এই রূপ আরও বিভিন্ন নাট্যকার তাদের নানা বিষয় নিয়ে বহুমুখী নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে জেলার নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার

চতুর্থ অধ্যায়ে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নাট্যকারগণ দিনাজপুর জেলার লোকসাধারণের মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে অনেক নাটকের সংলাপ রচনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের আঞ্চলিক বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে এই অঞ্চলের মানুষ স্বাভাবিকভাবে তাদের ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষায় নাটকগুলি রচিত হওয়ায় নাট্যরচনার স্বরূপ তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্যগুলি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। দিনাজপুরের আঞ্চলিক উপভাষায় মন্ত্রশক্তির মত নাটক রচনা সার্থক হয়েছে। দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায় একদিকে বরেন্দ্রীর প্রভাব লক্ষ করা যায় আর একদিকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার প্রভাব রয়েছে। মোটকথা দুই আঞ্চলিক সংমিশ্রণ ঘটে এ জেলার নাটকের সংলাপ রচিত হয়েছে। বর্তমানে এই আঞ্চলিক ভাষাগুলি সাহিত্যে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছেন এবং জাতীয় ও রাজ্যস্তরে আঞ্চলিক ভাষাগুলির গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

পঞ্চম অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে চরিত্র চিত্রণ

পঞ্চম অধ্যায়ে জেলার নাটকে চরিত্র-চিত্রণ নাট্যকারগণ নাট্যরচনায় যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে প্রধান চরিত্র বা নায়ক চরিত্র যেমন আছে তেমন অপ্রধান চরিত্রও রয়েছে। আবার সহকারী চরিত্রগুলিও রয়েছে। এই চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাট্যকারগণ সমাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মানুষের নানান স্বভাব কেউ কুটিল, কেউ জটিল, কেউবা সৎ, কেউবা অসৎ, কেউবা রহস্যভরা নানা চরিত্রের সৃষ্টি তারা করেছেন এতে মানব চরিত্রের নানা দিক উঠে এসেছে। জেলার নাটকগুলিতে জেলাবাসীর সুখ-দুঃখ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাচেতনা জীবিকা ও জীবন সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে নাট্যকারেরা তাদের নাটকে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম্যচরিত্রগুলি উঠে এসেছে। এই ব্যক্তি চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাট্যকারগণ মানব চরিত্রের নানা দিককে সূচিত করেছেন। সমাজে নানা বৈশিষ্ট্যের মানুষ বসবাস করেন তারা কেউ সহজ সরল, কেউ বা জটিল, কেউবা পরশ্রীকাতর, অলস-যা বাঙালির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রহস্য ভরা এই বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই দিনাজপুর জেলার লোকচরিত্রের যেমন নানানদিক উদ্ঘাটিত হয়েছে তেমনি এই অঞ্চলের লোকসাধারণের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে শিল্পমূল্য বিচার

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দিনাজপুর জেলার শিল্পমূল্য বিচার: এই অধ্যায়ে নাট্যকারদের রচিত নাটকের শিল্পমূল্য বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিল্পমূল্য বিচার অতীব সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় তথাপিও নাটকের যে বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি নাটক সাহিত্য মর্যাদা পায় তা এই শিল্পমূল্য বিচারে ফুটে উঠে। একটি নাটকের শিল্পমূল্য বিচার করতে গেলে বিশেষ কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখা প্রয়োজন। সেগুলি হল—

ক. নাটকের বিষয়বস্তু (theme) বিলক্ষণ কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা?

খ. নাটকের ঘটনার বা পরিস্থিতির প্রকৃতি উপন্যাসের পরিস্থিতির প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র কিনা?

গ. নাটকের ঘটনাবিন্যাসের কোন বিশিষ্ট রীতি, লয় বা ক্রম আছে কিনা?

ঘ. নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের এবং পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিত্বের কোন বিশেষত্ব আছে কিনা?

ঙ. নাটকের সংলাপের কোন নির্ধারিত পরিমিতি বা বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা?

নাটকের এই বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করে একটি নাটকের শিল্পমূল্য বিচার করা হয়ে থাকে। যা এক্ষেত্রে অবশ্যই করবার চেষ্টা করেছি।

সপ্তম অধ্যায়
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যমঞ্চ ও নাট্যব্যক্তিত্ব

সপ্তম অধ্যায়ে দিনাজপুর জেলার নাট্যমঞ্চ ও নাট্যব্যক্তিত্ব। এই অধ্যায়ে দিনাজপুর জেলার নাট্যমঞ্চ ও নাট্যব্যক্তিত্বদের বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই জেলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও নাট্যচর্চার ধারা অব্যাহত গতিতে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই জেলার সার্থক প্রথম নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে আলোচিত হয়ে নট ও নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাম। যিনি আজন্ম নাটপ্রিয় এবং শৈশবকাল থেকেই বালুরঘাটের স্থায়ী নাট্যশালা বালুরঘাট নাট্যমন্দির (১৯০৯ খ্রি:) এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই নাট্যমন্দির বা নাট্যশালাকে কেন্দ্রকরে তাঁর নাট্যসাহিত্য সৃজন পর্ব শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশ বিভাগের পর এই অবিভক্ত জেলায় আরও অনেক নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি হল— উত্তর দিনাজপুর জেলায় অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সুমহান ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে গড়ে ওঠা নাট্যমঞ্চগুলি হল— রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট (১৯৩৯), ছন্দম (১৯৬৩), বিবেকানন্দ নাট্যচক্র, শিল্পীচক্র, নজমু নাট্যনিকেতন (১৯৩০) প্রভৃতি। এছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যমঞ্চগুলি হল— এল.টি.সি., ত্রিশূল, তরুণতীর্থ, ত্রিতীর্থ (১৯৬৯), তূণীর (১৯৭৩), নাট্যতীর্থ (১৯৮২), নাট্যকর্মী (১৯৯৩)। এই সব নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল যাদের বিষয় এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।